প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ

গ্রাম নির্বাচন
↓
জরিপ
↓
অভিষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ
↓
দল গঠন
↓
পুঁজি গঠন
↓
প্রশিক্ষণ
↓
প্রদর্শনী খামার স্থাপন
↓
বীজ ও চারা বিতরণ
↓
ঋণ কার্যক্রম
↓
উৎপাদন
↓
বাজারজাতকরণ

বিস্তারিত জানার জন্য

প্রকল্প পরিচালক

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)

বিআরডিবি, ৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫।

ফোন :০২-৮১৮০০৪৬

ইমেইল : pdmcpmp@gmail.com

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প পটভূমি

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি কৃষি। কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল ও সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরডিবি'র অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) কর্তৃক সম্পাদিত এক সমীক্ষায় দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি একটি বৃহৎ সরকারী প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরণের কৃষিজ ফসল যেমন- ডাল, তৈল, মসলা জাতীয় ফসল অপ্রধান শস্য হিসাবে পরিগণিত। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারী, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈল জাতীয় (সরিষা, তিল, তিসি, কালিজিরা, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক মর্মে কৃষককূল মনে করেন। ফলে চাষিরা বিশেষত: ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের উৎপাদনের সুযোগ বিদ্যামান থাকা সত্ত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।এই প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে।

এ সকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহায়ক দ্বারা সহযোগিতা প্রদান করা হলে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বসতভিটাসহ চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার, সঠিক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় ০১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)" নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করছে।

প্রকল্প এলাকা

দেশের ৬৪ জেলার ২৫৬ উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অভিষ্ট জনগোষ্ঠী

জরিপের মাধ্যমে গ্রামের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও বর্গাচাষী কৃষকদের নিয়ে প্রকল্পভূক্ত প্রতিটি উপজেলায় ৩০ টি দল গঠন করা হবে । প্রতিটি উপজেলায় প্রত্যক্ষ উপকারভোগী সদস্য ১০৫৫ জন হিসেবে ৬৪ জেলার ২৫৬ উপজেলায় উপকারভোগী সদস্য হবে ২,৭০,০০০ জন।

প্রকল্প ব্যয়

প্রকল্পের মোট ব্যয় ২০৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ।

প্রকল্প মেয়াদ

প্রকল্পের মেয়াদকাল ১লা জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রকল্পের কর্ম অংগ

জরিপ, সদস্য নির্বাচন, দল গঠন, পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ, বীজ ও চারা বিতরণ, মার্কেট লিংকেজ স্থাপন, প্রদর্শনী প্লট এবং ঋণ কার্যক্রম ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত: মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ;
- সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অপ্রধান শস্য চাষের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;
- অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
- অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত থাকবেন প্রকল্প পরিচালক। জেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র উপপরিচালক কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প দপ্তর হিসেবে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ব্যবহৃত হচ্ছে। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার সার্বিক দায়িত্বে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি রয়েছে, যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বলয়ভূক্ত।